সংবাদ

তারিখ .... 3 JAN 2013
8 ... কলাম ... 2

ঝরে পড়তে পারে গরিব শিশুরা

সীতাকুণ্ডে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বাণিজ্য

প্রতিনিধি, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম)

সীতাকুণ্ডে বই উৎসবের দিনে ভর্তি বাণিজ্যের উৎসব শুরু করে দিয়েছে শিক্ষকরা। এ বাণিজ্যের কারণে ভর্তি ফি দিতে না পেরে অনেক অভিভাবক তার শিশুকে স্কুলে ভর্তি না করিয়ে চলে যায়। এক দিকে ফি নিয়ে ভর্তি করানো অন্যদিকে বিনামূল্যে বই বিতরণে সরকারের সমালোচনা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেক অভিভাবক। কিন্তু শিক্ষা অফিসার বলছে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি করাতে কোন ফি লাগে না। জানা যায়, নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকার গরিব-দুঃখী জনসাধারণের সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করে আসছে। তাছাড়া বছরের প্রথম দিনে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। সরকারের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সীতাকুণ্ডের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১ জানুয়ারি বিতরণ উৎসবে ভর্তি বাণিজ্য উৎসব শুরু করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সীতাকুণ্ডের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের অভিভাবক থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা। অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ফলে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়তে পারে কোমলমতি শিশুরা। ভেস্তে যেতে পারে শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জিত সরকারের বিশাল সফলতাও। সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের ইমামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিতে প্রতিজন শিক্ষার্থী থেকে দেড়শ' টাকা করে ভর্তি ফি নেয়া হয়েছে। কয়েক জন গরিব অভিভাবক টাকা কম দিতে চাইলে তাদের শিশুদের ভর্তি না করিয়ে আবার পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেছে। ওই এলাকার অভিভাবক হোসনে আরা বেগম জানান, তাদের শিশুকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দেড়শ' টাকা নিলেও তাতে কোন রশিদ দেয়নি। তবে সরকারিভাবে এ টাকা নিতে হয় বলে শিক্ষকরা অভিভাবকদের বলেছে বলে তিনি জানান। একই কথা বলেছেন ওই এলাকার হাসিনা বানু নামে এক শিক্ষার্থীর মাতা। এদিকে মছজিদ্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মদন কুমার বলেন, মছজিদ্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবার প্রচুর বাণিজ্য করছে। ইমামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সালমা আক্তার অভিভাবকের কাছ থেকে ভর্তি নামে টাকা আদায়ের কথা স্বীকার করে জানান, পিয়নের জন্য ৫০ টাকা করে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে। দেড়শ' টাকা নেয়ার কথা অস্বীকার করেন তিনি। তবে গতকাল কতজন ছাত্র ভর্তি হয়েছে তা বলতে পারেননি তিনি।

সীতাকুণ্ড উপজেলা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মকর্তা শেখ আহমদ চৌধুরী জানান, সরকারিভাবে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে কোন টাকা লাগে না। কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা অবৈধভাবে ভর্তি নামে টাকা আদায় করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে জানানো হবে।